বাংলা

নবম শ্রেণি

যোগাযোগের একটি বিশেষ ধরনের মাধ্যম হলো সাহিত্য। সাহিত্যের মধ্য দিয়ে লেখকের সঙ্গে পাঠকের যোগাযোগ ঘটে। এটি একটি লিখিত যোগাযোগ।

নিচে হুমায়ূন আহমেদের (১৯৪৮-২০১২) লেখা একটি সাহিত্য-নমুনা দেওয়া হলো। লেখাটি তাঁর 'আগুনের পরশমণি' উপন্যাসের অংশবিশেষ। হুমায়ূন আহমেদ বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় লেখক। তাঁর উল্লেখযোগ্য বইয়ের মধ্যে রয়েছে 'নন্দিত নরকে', 'শঙ্খনীল কারাগার', 'জোছনা ও জননীর গল্প' ইত্যাদি।

আগুনের পরশমণি

হুমায়ূন আহমেদ

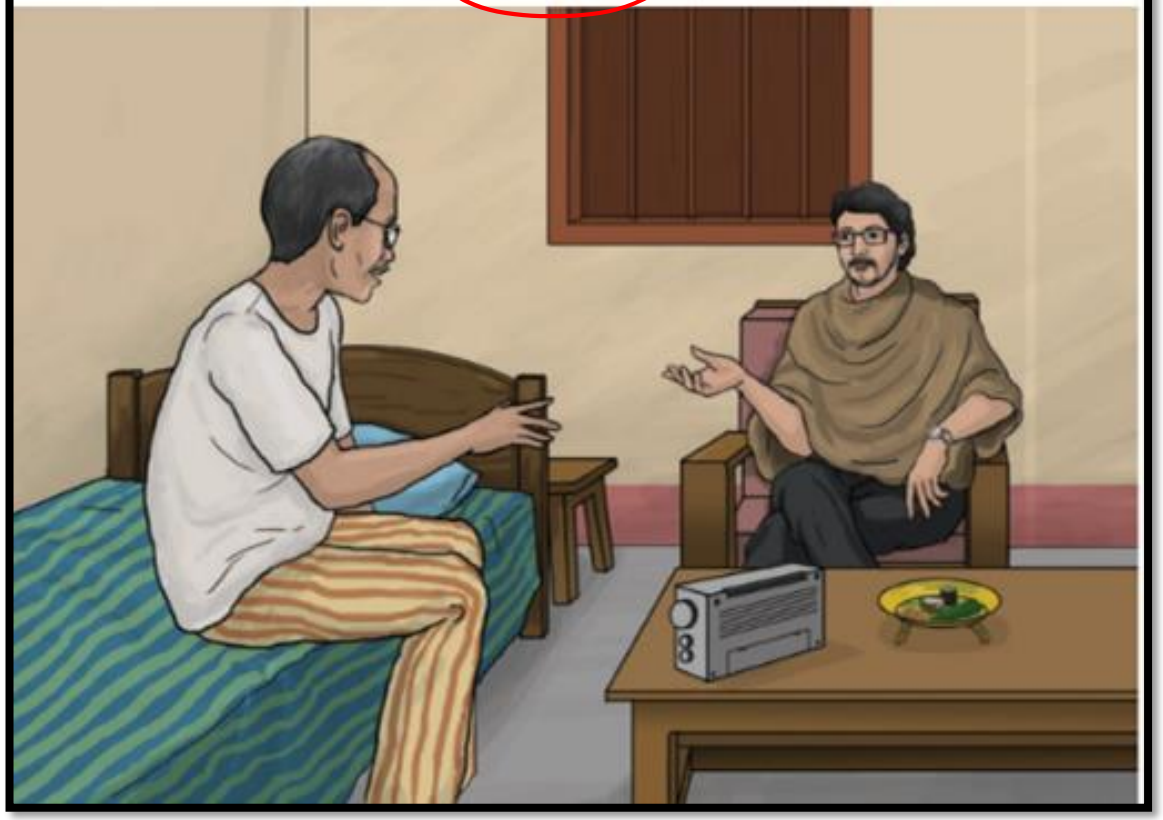

আগুনের পরশমণি

হুমায়ুন আহমেদ

আগুনের পরশমনি মুক্তিযুদ্ধের সময় নিয়ে লেখা।

চরিত্র: রাত্রি, আলম, সাদেক, আশফাক, মতিন সাহেব,

উচ্চারণ ঠিক রেখে কবিতা পড়ি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বিখ্যাত কাব্যের মধ্যে আছে 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'বলাকা', 'পুনশ্চ' ইত্যাদি। তিনিই প্রথম বাংলা ছোটোগল্প রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথের লেখা উপন্যাসের মধ্যে আছে 'গোরা', 'ঘরে-বাইরে', 'যোগাযোগ', 'শেষের কবিতা' ইত্যাদি। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য নাটক 'অচলায়তন', 'ডাকঘর', 'রক্তকরবী', 'রাজা' ইত্যাদি।

এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা একটি কবিতা দেওয়া হলো। কবিতাটি কবির 'কাহিনী' কাব্য থেকে নেওয়া। কবিতাটি প্রথমে নীরবে পড়ো; এরপর সরবে পাঠ করো। সরবে পাঠ করার সময়ে ধ্বনির উচ্চারণে সতর্ক থাকতে হবে।

দুই বিঘা জমি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শুধু বিঘে-দুই ছিল মোর ভুঁই আর সবই গেছে ঋণে।
বাবু বলিলেন, 'বুঝেছ উপেন? এ জমি লইব কিনে।'
কহিলাম আমি, 'তুমি ভূস্বামী, ভূমির অন্ত নাই—
চেয়ে দেখো মোর আছে বড়ো-জোর মরিবার মতো ঠাঁই।'
শুনি রাজা কহে, 'বাপু, জানো তো হে, করেছি বাগানখানা,
পেলে দুই বিঘে প্রস্থে ও দিঘে সমান হইবে টানা—

ওটা দিতে হবে।' কহিলাম তবে বক্ষে জুড়িয়া পাণি
সজল চক্ষে, 'করুন রক্ষে গরিবের ভিটেখানি।
সপ্তপুরুষ যেথায় মানুষ সে মাটি সোনার বাড়া,
দৈন্যের দায়ে বেচিব সে মায়ে এমনি লক্ষ্মীছাড়া!'
আঁখি করি লাল রাজা ক্ষণকাল রহিল মৌনভাবে,
কহিলেন শেষে ক্রূর হাসি হেসে, 'আচ্ছা, সে দেখা যাবে।'

শব্দ ও বাক্যের উচ্চারণ

হাসান আজিজুল হক (১৯৩৯-২০২১) বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক। তাঁর উল্লেখযোগ্য বইয়ের মধ্যে আছে 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ', 'জীবন ঘষে আগুন', 'আগুনপাখি' ইত্যাদি। নিচের গল্পটি হাসান আজিজুল হকের 'নামহীন গোত্রহীন' বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

গল্পটি সরবে পড়ো।

ফেরা

হাসান আজিজুল হক

আমি যুদ্ধে গিইলাম ক্যানো?

দক্ষিণবঙ্গের লোকের কথায় সামান্য যে একটা টান থাকে, সেই টানের সঙ্গে সে বারদুয়েক ভেবে দেখার চেষ্টা করল, আমি যুদ্ধে গিইলাম ক্যানো? বাঁ পায়ের বুটটা সে তখন ছাড়েনি, হাঁটুর উপরে সেটা চেপে ধরে ডান হাতে রাইফেলের গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে সে আর একবার কেন যুদ্ধে গিয়েছিল ভেবে দেখার চেষ্টা করে।

হাসান আজিজুল হকের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গল্প 'ফেরা'

কেন্দ্রীয় চরিত্র আলেফ

যুদ্ধক্ষেত্রে পায়ে গুলিবিদ্ধ হয় আলেফের। গুলি বের করার পর ছেঁড়াখোঁড়া মাংসগুলো জড়ো করে সেলাই করে দেয়া হয়েছে.

একদিকে স্বপ্ন অন্যদিকে দগদগে ঘা, লাশের গন্ধ;
'ফেরা' গল্পে লেখক মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ের কঠিন দিনগুলো অনবদ্যভাবে তুলে ধরেছেন পাঠকের সামনে ।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) একজন লেখক ও সমাজ-সংস্কারক। 'বর্ণপরিচয়', 'বেতাল পঞ্চবিংশতি', 'ভ্রান্তিবিলাস', 'শকুন্তলা' ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য বইয়ের নাম। হিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলনের জন্য তিনি আন্দোলন করেছিলেন এবং এ ব্যাপারে আইন পাশ করাতে সক্ষম হয়েছিলেন। নিচে সাধু রীতিতে রচিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের একটি গল্প দেওয়া হলো। গল্পটি লেখকের 'আখ্যানমঞ্জরী' গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

গল্পটি সরবে পড়ো। পড়ার সময়ে সর্বনাম, ক্রিয়াপদ ও অনুসর্গের রূপগুলো খেয়াল করো।

প্রত্যুপকার

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

'প্রত্যুপকার' রচনাটি আখ্যানমঞ্জরী দ্বিতীয় ভাগ থেকে সংকলন করা হয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আখ্যানমঞ্জরী রচিত হয় ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে ।

বিশ্বের নানা দেশের ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের জীবনের গৌরবদীপ্ত ঘটনাই এ গ্রন্থের বিভিন্ন রচনার উপজীব্য। 'প্রত্যুপকার' আলী আব্বাস নামক এক ব্যক্তির প্রতি-উপকারের কাহিনি।

বিলাতে সাড়ে সাতশ দিন

বাংলা

মুহম্মদ আবদুল হাই (১৯১৯-১৯৬৯) একজন ভাষাবিজ্ঞানী ও সাহিত্যিক। তাঁর বিখ্যাত একটি বইয়ের নাম ‘ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব’। এছাড়া তাঁর উল্লেখযোগ্য বইয়ের মধ্যে আছে ‘সাহিত্য ও সংস্কৃতি’, ‘তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা’, ‘ভাষা ও সাহিত্য’ ইত্যাদি। নিচের লেখাটি লেখকের ‘বিলেতে সাড়ে সাতশো দিন’ গ্রন্থের অংশবিশেষ। এ রচনাটি লেখকের ভ্রমণ-অভিজ্ঞতার বিবরণ।

রচনাটি নীরবে পড়ো এবং এই লেখার মধ্যে লেখকের যে দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে তা খেয়াল করো।

বিলেতে সাড়ে সাতশো দিন

মুহম্মদ আবদুল হাই

প্রায় সাত মাস হলো এখানে এসেছি। সাত মাসে দিন গুনে দিন কুড়ির বেশি সূর্যের আলো দেখেছি বলে মনে হয় না। সকাল বেলায় যদিও সূর্য ওঠে, কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই বাতাসের বেগ প্রবল হয়, ঠান্ডার প্রকোপ বাড়তে থাকে। আকাশে টুকরো টুকরো মেঘ ভেসে বেড়াতে বেড়াতে জমাট বাঁধে। আকাশ আঁধার হয়ে আসে; ধোঁয়ায়, কুয়াশায় আর মেঘের অন্ধকারে সারা লন্ডন দিনের বেলাটায় ধোঁয়াটে অন্ধকার হয়ে যায়। আমি যে পরিষ্কার সূর্যের দেশের লোক, আমার দেশে সকালে সূর্য ওঠে, সারাদিন প্রখর কিরণ ছড়িয়ে সন্ধ্যাবেলায় পশ্চিম দিগন্তে অস্ত যায়—পরিষ্কার আলোকিত দিনে মন যে সেখানে প্রফুল্ল থাকে, এই সাত মাস ইংল্যান্ডে বাস করে সে কথা ভুলেই যেতে বসেছি।

‘বিলাতে সাড়ে সাতশ দিন’ ভ্রমণ গ্রন্থের রচয়িতা মুহম্মদ আবদুল হাই(১৯১৯ - ১৯৬৯)। গ্রন্থটি ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত হয়।

‘বিলেতে সাঁড়ে সাতশ দিন' বইটি মুলত একটা ভ্রমণকাহিনীর বই। এতে ইংরেজ জাতির বিভিন্ন গুন ও দোষ ফুটে উঠেছে।

আবু জাফর শামসুদ্দীন (১৯১১-১৯৮৮) একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। তাঁর বিখ্যাত সাহিত্যকর্মের মধ্যে আছে 'ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান', 'পদ্মা মেঘনা যমুনা', 'রাজেন ঠাকুরের তীর্থযাত্রা' ইত্যাদি। নিচে আবু জাফর শামসুদ্দীনের লেখা একটি অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক তথ্যমূলক রচনা দেওয়া হলো। রচনাটি 'আত্মস্মৃতি' বইয়ের অংশবিশেষ।

রচনাটি নীরবে পড়ো এবং এই লেখার মধ্যে লেখকের যে দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে তা খেয়াল করো।

আত্মস্মৃতি

আবু জাফর শামসুদ্দীন

আমার গ্রাম আমাকে আজীবন আকর্ষণ করেছে। বাংলাদেশ চিরহরিতের দেশ। তবু মনে হয়, আমার গ্রামের গাছপালা লতাপাতার মধ্যে কোথায় যেন আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে।

ভাওয়াল পরগনায় অবস্থিত আমাদের গ্রামটি বর্ষাকালে দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়, পশ্চিম ভাগটি হয়ে যায় একটি বিচ্ছিন্ন ছোটো দ্বীপ। পশ্চিম অংশেই আমাদের ভিটেবাড়ি। গ্রামের পশ্চিমে বিশাল মাঠ। বর্ষায় বিরাট বেলাই বিলের সঙ্গে মিশে যায়। বেলাই বিল প্রকৃতপক্ষে একটি মস্ত বড়ো হাওড়—শীতকালে বোরো ধান হয়।

আত্মস্মৃতি
আবু জাফর শামসুদ্দীন

আবু জাফর শামসুদ্দীন (১৯১১-১৯৮৯) উনার জীবনকাহিনি লিখছেন 'আত্মস্মৃতি' নামক বইয়ে।

আবদুল হক (১৯১৮-১৯৯৭) বাংলাদেশের একজন সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। তাঁর লেখা গ্রন্থের মধ্যে আছে 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ', 'ভাষা আন্দোলন: আদি পর্ব' ইত্যাদি। নিচে ১৯৭৩ সালে রচিত আবদুল হকের একটি প্রবন্ধ দেওয়া হলো। এটি লেখকের 'সাহিত্য ও স্বাধীনতা' বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

রচনাটি নীরবে পড়ো এবং এই লেখার মধ্যে লেখকের যে দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে তা খেয়াল করো।

বাংলা ভাষা: সংকট ও সম্ভাবনা

আবদুল হক

বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হলো ষোলোই ডিসেম্বর, বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচাইতে বিখ্যাত এবং উজ্জ্বল দিবসে। কোনো নবজাত রাষ্ট্রের সংবিধান রচনাই বড়ো ঘটনা, কিন্তু বাংলাদেশের সংবিধান রচনার একটা গুরুত্ব এই যে, ইতিহাসে এই প্রথম বাংলা ভাষায় একটি রাষ্ট্রের সংবিধান রচিত হলো। রাজনৈতিক সংগ্রাম ছাড়াও এ সংবিধানের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে। আর এই কারণে শুধু রাজনৈতিক সংগ্রামের নয়, ভাষা আন্দোলনেরও শ্রেষ্ঠতম বিজয়স্তম্ভ বাংলাদেশের সংবিধান। বিজয় দিবস, সংবিধান দিবস এবং ভাষা আন্দোলনের একটি বিশেষ পরিণতি লাভ একসঙ্গে মিশে গেল।

বাংলা ভাষার এবং ব্যাপকতম অর্থে বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতির দিক দিয়ে দেখতে গেলে এই সংবিধান রচনার একটা তাৎপর্য হচ্ছে এই, এটি ভাষার বিশেষ এক গুণগত পরিণতি লাভের উদাহরণ। সংবিধানের কাজ রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও কাঠামোকে ধরে রাখা, এমন ভাষায় যার মধ্যে ভাবাবেগ, অস্পষ্টতা, দ্ব্যর্থতা, বাহুল্য অথবা অন্য কোনো প্রকার ত্রুটি এবং শৈথিল্যের অবকাশ নেই। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংবিধান যৌথ রাষ্ট্রচিন্তাকে রূপদান করে, যাঁরা সংবিধান রচনায় ব্যাপৃত থাকেন শুধু তাঁদের চিন্তা নয়, সমগ্র জাতির চিন্তাও। সেই সঙ্গে কয়েক শতাব্দীর আন্তর্জাতিক চিন্তা ও অভিজ্ঞতাও এর উপর ছায়াপাত করে। যাঁরা সংবিধানের প্রকৃত রচয়িতা এবং জনসমাজের রাজনৈতিক প্রতিনিধি তাঁরা বাংলা ভাষাবিদগণেরও সহায়তা নিয়েছেন। সম্মিলিতভাবে তাঁদের মনে রাখতে

বাংলা ভাষা: সংকট ও সম্ভাবনা

আব্দুল হক

নিচে গোলাম মুরশিদের লেখা একটি কল্পনানির্ভর রচনা দেওয়া হলো। রচনাটি আমেরিকান লেখক লিও বুসকাগলিয়ার (১৯২৪-১৯৯৮) কাহিনির ছায়া অবলম্বনে রচিত।

গোলাম মুরশিদ (জন্ম ১৯৪০) বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত প্রাবন্ধিক ও গবেষক। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'আশার ছলনে ভুলি', 'হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি', 'বিদ্রোহী রণক্লান্ত' ইত্যাদি।

কিশলয়ের জন্ম মৃত্যু

গোলাম মুরশিদ

এখন যে বসন্ত চলে গেছে টেরই পাইনি। গরমের সুন্দর হাওয়া গা জুড়িয়ে দিচ্ছে। আমার জন্ম মাটি থেকে অনেকটা উঁচুতে, পাহাড়ের গায়ে। তাই ভারি ভালো লাগছে এই উষ্ণ হাওয়া। আমার নাম কিশলয়। এখনো কৈশোর আমি। প্রথম আমি চোখ মেলে তাকিয়েছিলাম বসন্তের এক ভোরবেলায়। অবাক বিস্ময়ে চেয়ে দেখছিলাম চারদিকটা। আমার বাসা একটা বড়ো গাছের মগডালে। আমার চারদিকে আমারই মতো শত শত পাতা। তোমরা বোধহয় পাতাগুলোকে ভাবো একই চেহারার। কিন্তু একটু খেয়াল করে দেখো, হুবহু একই চেহারার দুটি পাতা পাবে না তুমি। আমার ধারেই থাকে 'আলো'। আলোর মতোই তার স্বভাবটা হালকা—

কিশলয়ের জন্ম মৃত্যু

লিও বাস্কালিয়ার রচনা অবলম্বনে গোলাম মুরশিদ

কিশলয় একটি পাতা।

আমরা যে জন্মেছি, আমরা যে বেঁচে আছি, এর কারণ কী? বেঁচে থেকে যদি অন্যদের জীবনটাকে একটু সুখ দিতে পারি, অন্যের মুখে হাসি ফোটাতে পারি, তাহলে বাঁচার একটা মানে হয়।

নিচে কাজী আবদুল ওদুদের (১৮৯৪-১৯৭০) একটি প্রবন্ধ দেওয়া হলো। এটি তাঁর 'শাশ্বত বঙ্গ' গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। কাজী আবদুল ওদুদ 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। তিনি মূলত প্রাবন্ধিক। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'বাংলার জাগরণ', 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ', 'নজরুল প্রতিভা' ইত্যাদি। তাঁর একটি বিখ্যাত উপন্যাসের নাম 'নদীবক্ষে'।

এই প্রবন্ধ থেকে বিভিন্ন ধরনের লগ্নক শনাক্ত করো এবং প্রদত্ত ছকে লেখো।

সাহিত্য-জগৎ

কাজী আবদুল ওদুদ

সাহিত্য-জগৎ বলে একটা স্বতন্ত্র স্বয়ং-পূর্ণ জগৎ আছে কি? যাঁরা 'শিল্পের জন্য শিল্প'-বাদী তাঁরা সোৎসাহে বলে উঠবেন: নিশ্চয়ই। তাঁদের দলে কৃতী সাহিত্যিকের অভাব নেই, তবু তাঁদের দলে ভিড়তে স্বতই সংকোচ জাগে, বিশেষ করে এই যুগে। মানব-কল্যাণ জীবন-কল্যাণ তত্ত্ব সব শিরোধার্য করেও সাহিত্য-প্রচেষ্টার সামনে দাঁড়িয়ে না বলে যেন উপায় থাকে না যে, সাহিত্য-জগৎ একটা স্বতন্ত্র জগৎ।

কথাটা মনে পড়ছে কয়েকজন তরুণ বন্ধুর সাহিত্য-প্রচেষ্টা দেখে। বোঝা যাচ্ছে, আন্তরিকতায় তাঁদের ত্রুটি নেই, বাস্তবিকই তাঁরা কিছু একটা করতে চাচ্ছেন বা হতে চাচ্ছেন, আর তাঁদের দৃষ্টিও সাহিত্যের জগতের দিকে। তবু মনে হচ্ছে, যে পথে তাঁরা অগ্রসর হচ্ছেন তা ঠিক সাহিত্যের পথ নয়।

সমসাময়িক রাজনৈতিক সমস্যা, নর-নারীর সমস্যা, সব বিষয়ে তাদের কৌতূহল যথেষ্ট তীব্র, কিন্তু মনে হচ্ছে সেই তীব্রতা এতখানি যে, সেই জন্যই সাহিত্যের সুর তাতে ঠিক লাগছে না। সাহিত্য সমস্ত সমস্যারই আলোচনার ক্ষেত্র হতে পারে, হয়েও এসেছে চিরকাল, এমনকি যখন হয়নি তখনই সাহিত্য স্বাদহীন পানসে হয়ে উঠেছে। কিন্তু সেই আলোচনার একটা বিশিষ্ট ধরন আছে—যেমন নাচের একটা বিশিষ্ট ধরন আছে, তার বাইরে গেলেই তা মাত্র লাফালাফি।

সাহিত্য জগৎ
কাজী আবদুল অদুদ

'শাশ্বত বঙ্গ' গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) বাংলাদেশের জাতীয় কবি। তিনি বিদ্রোহী কবি হিসেবেও পরিচিত। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যের মধ্যে আছে 'অগ্নি-বীণা', 'বিষের বাঁশী', 'ভাঙার গান', 'সাম্যবাদী', 'দোলনচাঁপা' ইত্যাদি। তাঁর লেখা উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থের মধ্যে আছে 'বাঁধন-হারা', 'মৃত্যুক্ষুধা', 'শিউলিমালা' ইত্যাদি। তাঁর লেখা প্রবন্ধের বই 'যুগবাণী', 'দুর্দিনের যাত্রী', 'রুদ্রমঙ্গল' ইত্যাদি।

নিচের কবিতাটি কবির 'সর্বহারা' কাব্য থেকে নেওয়া হয়েছে। কবিতাটি গদ্যে রূপান্তর করো। গদ্যে রূপান্তরের সময়ে কবিতায় ব্যবহৃত শব্দের বদলে যত বেশি সম্ভব প্রতিশব্দ বসানোর চেষ্টা করো। শব্দের অর্থ বোঝার জন্য এবং প্রতিশব্দ খোঁজার জন্য প্রয়োজনে অভিধানের সহায়তা নাও।

কান্ডারি হুঁশিয়ার

কাজী নজরুল ইসলাম

১

দুর্গম গিরি কান্তার-মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার!

কান্ডারি হুঁশিয়ার
কাজী নজরুল ইসলাম

'সর্বহারা' কাব্য থেকে নেয়া হয়েছে

ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১) একজন কবি, ঔপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিক। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'অনল-প্রবাহ', 'রায়নন্দিনী', 'তারাবাঈ', 'স্ত্রীশিক্ষা' ইত্যাদি।

নিচে ইসমাইল হোসেন সিরাজীর একটি কবিতা দেওয়া হলো। কবিতায় যেসব শব্দের নিচে দাগ দেওয়া আছে, সেগুলোর বিপরীত শব্দ লেখো।

জন্মভূমি

ইসমাইল হোসেন সিরাজী

হউক সে মহাজ্ঞানী মহা ধনবান,
অসীম ক্ষমতা তার অতুল সম্মান,
হউক বিভব তার সম সিন্ধু জল
হউক প্রতিভা তার অক্ষুণ্ণ উজ্জ্বল
হউক তাহার বাস রম্য হর্ম্য মাঝে
থাকুক সে মণিময় মহামূল্য সাজে
হউক তাহার রূপ চন্দ্রের উপম
হউক বীরেন্দ্র সেই যেন সে রোস্তম
শত শত দাস তার সেবুক চরণ
করুক স্তাবক দল স্তব সংকীর্তন।

কিন্তু যে সাধেনি কভু জন্মভূমি হিত
স্বজাতির সেবা যেবা করেনি কিঞ্চিৎ
জানাও সে নরাধমে জানাও সত্বর,
অতীব ঘৃণিত সেই পাষণ্ড বর্বর।

বিপরীত শব্দ

যেসব শব্দ পরস্পর বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে, সেগুলোকে বিপরীত শব্দ বলে। বিপরীত শব্দ একে অন্যের পরিপূরক। যেমন—জীবিত-মৃত, গভীর-অগভীর, স্থির-গতিশীল ইত্যাদি। এসব শব্দযুগলের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, এগুলোর একটিকে অস্বীকার করার মানে অন্যটিকে স্বীকার করে নেওয়া। যদি কারো সম্পর্কে বলা হয় তিনি 'জীবিত', তবে বোঝায় যে তিনি 'মৃত' নন। আবার যদি বলা হয় তিনি 'মৃত', তবে বোঝায় তিনি 'জীবিত' নন।

শব্দের পূর্বে অ, অন্, অনা, অপ, অব, অবি, দুর্, না, নি, নির্ প্রভৃতি উপসর্গ যুক্ত করে বিপরীত শব্দ তৈরি করা যায়। যেমন—চেনা থেকে অচেনা, আদর থেকে অনাদর, নশ্বর থেকে অবিনশ্বর। তবে এমন বহু শব্দ রয়েছে যেগুলোর বিপরীত শব্দ গঠনগতভাবে আলাদা। যেমন—ধনী-গরিব, আদি-অন্ত, নিন্দা-প্রশংসা ইত্যাদি।

জন্মভূমি

ইসমাইল হোসেন সিরাজী

আহমদ শরীফ (১৯২১-১৯৯৯) বাংলাদেশের একজন গবেষক ও প্রাবন্ধিক। তাঁর লেখা বইয়ের মধ্যে আছে 'বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্য', 'বাঙলার সুফি সাহিত্য', 'বিচিত চিন্তা' ইত্যাদি।

নিচে আহমদ শরীফের লেখার একটি অংশবিশেষ দেওয়া হলো। এখানকার কিছু শব্দের নিচে দাগ দেওয়া আছে। শব্দগুলো অভিধান থেকে খুঁজে বের করো এবং খাতায় শব্দগুলোর অর্থ লেখো।

জিগীষা

আহমদ শরীফ

আরবিতে যা মাগাজি, ফারসিতে তা-ই জঙ্গ, সংস্কৃতে যুদ্ধ এবং বাংলায় লড়াই। বাঘ-সিংহের প্রতি ভয়াল বলেই যেমন মানুষের একটা আকর্ষণ রয়েছে, গা-পা বাঁচিয়ে নিরাপদ দূরত্বে থেকে হিংস্র শ্বাপদ-সরীসৃপ দেখা যেমন আনন্দজনক, তেমনি নিজের নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে অন্যদের লড়াই বা যুদ্ধ দেখা, তার বর্ণনা শোনা সুখকর। এ যুগে যুদ্ধের ধরন বদলে গেছে, বিবর্তিত হয়েছে যুদ্ধাস্ত্র, তবু আজও তরবারির প্রতীকী মান, অশ্বের ও হস্তীর পার্বণিক মর্যাদা আর সেনানিবাসে রণবাদের প্রাত্যহিক প্রয়োজন ফুরায়নি।

স্বস্থ ও সুস্থ মানুষের চেতনার গভীরে জীবনের যা মূল প্রেরণা তা হচ্ছে জিগীষা, সেই ভিনি-ভিডি-ভিসি।

জিগীষা
আহমদ শরীফ

আরবিতে যা মাগাজি,

ফারসিতে তা জঙ্গ, সংস্কৃতে

যুদ্ধ, বাংলায় লড়াই।

গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪) বাংলাদেশের একজন কবি। তাঁর প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে আছে 'রক্তরাগ', 'খোশরোজ', 'হাস্নাহেনা', 'বনি আদম', 'বিশ্বনবী' ইত্যাদি। নিচের 'জীবন বিনিময়' কবিতাটি কবির 'বুলবুলিস্তান' কাব্য থেকে নেওয়া হয়েছে।

কবিতাটি প্রথমে নীরবে পড়ো। এরপর সরবে আবৃত্তি করো।

পল্লি-মা

গোলাম মোস্তফা

পল্লি-মায়ের বুক ছেড়ে আজ যাচ্ছি চলে প্রবাস-পথে
মুক্ত মাঠের মধ্য দিয়ে জোর-ছুটানো বাষ্প-রথে।
উদাস হৃদয় তাকিয়ে রয় মায়ের শ্যামল মুখের পানে,
বিদায়বেলার বিয়োগ-ব্যথা অশ্রু আনে দুই নয়ানে।

পল্লি-মা
গোলাম মোস্তফা

পল্লি-মা' কবিতায় কবি গ্রামকে মায়ের সাথে তুলনা করেছেন

জসীমউদ্‌দীন (১৯০৩-১৯৭৬) পল্লিকবি হিসেবে পরিচিত। 'নক্সী-কাঁথার মাঠ', 'সোজন বাদিয়ার ঘাট', 'ধানখেত', 'চলে মুসাফির' ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। নিচের 'কবর' কবিতাটি পল্লিকবির 'রাখালী' কাব্য থেকে নেওয়া হয়েছে।
কবিতাটি প্রথমে নীরবে পড়ো। এরপর সরবে আবৃত্তি করো

কবর

জসীমউদ্‌দীন

এইখানে তোর দাদির কবর ডালিম গাছের তলে,
তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে।
এতটুকু তারে ঘরে এনেছিনু সোনার মতন মুখ,
পুতুলের বিয়ে ভেঙে গেল বলে কেঁদে ভাসাইত বুক।

কবর
জসীমউদ্‌দীন

'রাখালী' কাব্য থেকে নেয়া হয়েছে

ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪) বাংলা সাহিত্যের একজন গুরুত্বপূর্ণ কবি। তাঁর উল্লেখযোগ্য বইয়ের মধ্যে আছে 'সাত সাগরের মাঝি', 'সিরাজাম মুনীরা, 'নৌফেল ও হাতেম', 'হরফের ছড়া' ইত্যাদি। নিচের কবিতাটি কবির 'মুহূর্তের কবিতা' কাব্য থেকে নেওয়া হয়েছে।

কবিতাটি প্রথমে নীরবে পড়ো। এরপর সরবে আবৃত্তি করো।

বৃষ্টি

ফররুখ আহমদ

বৃষ্টি এলো ... বহু প্রতীক্ষিত বৃষ্টি!—পদ্মা মেঘনার
দুপাশে আবাদি গ্রামে, বৃষ্টি এলো পুবের হাওয়ায়,
বিদগ্ধ আকাশ, মাঠ ঢেকে গেল কাজল ছায়ায়;
বিদ্যুৎ-রূপসী পরি মেঘে মেঘে হয়েছে সওয়ার।

বৃষ্টি

ফররুখ আহমদ

'মুহূর্তের কবিতা' নামক কাব্য থেকে নেয়া হয়েছে

আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯) কবিতা, গল্প, নাটক ও উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর বিখ্যাত বইয়ের মধ্যে আছে 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র', 'কর্ণফুলী', 'ধানকন্যা', 'ভোরের নদীর মোহনায়', 'জাগরণ', 'নরকে লাল গোলাপ' ইত্যাদি। নিচের কবিতাটি কবির 'মানচিত্র' কাব্য থেকে নেওয়া হয়েছে।

কবিতাটি প্রথমে নীরবে পড়ো। এরপর সরবে আবৃত্তি করো।

স্মৃতিস্তম্ভ

আলাউদ্দিন আল আজাদ

স্মৃতির মিনার ভেঙেছে তোমার? ভয় কি বন্ধু, আমরা এখনো
চার কোটি পরিবার
খাড়া রয়েছি তো! যে-ভিত কখনো কোনো রাজন্য
পারেনি ভাঙতে

স্মৃতিস্তম্ভ

আলাউদ্দিন আল আজাদ

'মানচিত্র' কাব্যের বিখ্যাত কবিতা 'স্মৃতিস্তম্ভ'।

যা ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ সালে পাকিস্তানি পুলিশ কর্তৃক শহিদ মিনার ভেঙে ফেলার প্রতিবাদে তিনি রচনা করেন।

আহসান হাবাব (১৯১৭-১৯৮৫) বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত কাব। 'রাত্রশেষ', 'ছায়াহরিণ', 'সারা দুপুর', 'আশায় বসতি', 'মেঘ বলে চৈত্রে যাবো' তাঁর উল্লেখযোগ্য কবিতার বই। নিচের কবিতাটি কবির 'দু'হাতে দুই আদিম পাথর' কাব্য থেকে নেওয়া হয়েছে।

কবিতাটি প্রথমে নীরবে পড়ো। এরপর সরবে আবৃত্তি করো।

আমি কোনো আগন্তুক নই

আহসান হাবীব

আসমানের তারা সাক্ষী
সাক্ষী এই জমিনের ফুল, এই
নিশিরাইত বাঁশবাগান বিস্তর জোনাকি সাক্ষী
সাক্ষী এই জারুল জামরুল, সাক্ষী
পুবের পুকুর, তার ঝাকড়া ডুমুরের ডালে স্থির দৃষ্টি
মাছরাঙা আমাকে চেনে

আমি কোনো আগন্তুক নই
আহসান হাবীব

↓

‘দু’হাতে দুই আদিম পাথর’
কাব্য থেকে নেয়া হয়েছে

নির্মলেন্দু গুণ (জন্ম ১৯৪৫) বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত কবি। 'প্রেমাংশুর রক্ত চাই', 'না প্রেমিক না বিপ্লবী', 'দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী', 'বাংলার মাটি বাংলার জল' ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বইয়ের নাম। নিচের কবিতাটি কবির 'চাষাভূষার কাব্য' থেকে নেওয়া হয়েছে।

কবিতাটি প্রথমে নীরবে পড়ো। এরপর সরবে আবৃত্তি করো।

স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো

নির্মলেন্দু গুণ

একটি কবিতা লেখা হবে তার জন্য অপেক্ষার উত্তেজনা নিয়ে
লক্ষ লক্ষ উন্মত্ত অধীর ব্যাকুল বিদ্রোহী শ্রোতা বসে আছে
ভোর থেকে জনসমুদ্রের উদ্যান সৈকতে: 'কখন আসবে কবি?'

এই শিশু পার্ক সেদিন ছিল না,
এই বৃক্ষে ফুলে শোভিত উদ্যান সেদিন ছিল না,
এই তন্দ্রাচ্ছন্ন বিবর্ণ বিকেল সেদিন ছিল না।

স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো
নির্মলেন্দু গুণ

কবিতাটি 'চাষাভূষার কাব্য'

থেকে নেয়া হয়েছে

কবিতাটি আমেরিকান কবি রবার্ট ফ্রস্টের (১৮৭৪-১৯৬৩) "স্টপিং বাই উডস অন এ স্নোয়ি ইভিনিং" কবিতার অনুবাদ।

আবুল হোসেন (১৯২২-২০১৪) বাংলাদেশের একজন কবি। তাঁর উল্লেখযোগ্য বই 'নববসন্ত', 'বিরস সংলাপ', 'হাওয়া তোমার কী দুঃসাহস' ইত্যাদি। নিচের কবিতাটি কবির 'অন্য ক্ষেতের ফসল' নামের কাব্য থেকে নেওয়া হয়েছে।কবিতাটি প্রথমে নীরবে পড়ো। এরপর সরবে আবৃত্তি করো।

বনের ধারে, বরফ-পড়া সাঁঝে

রবার্ট ফ্রস্ট

অনুবাদ: আবুল হোসেন

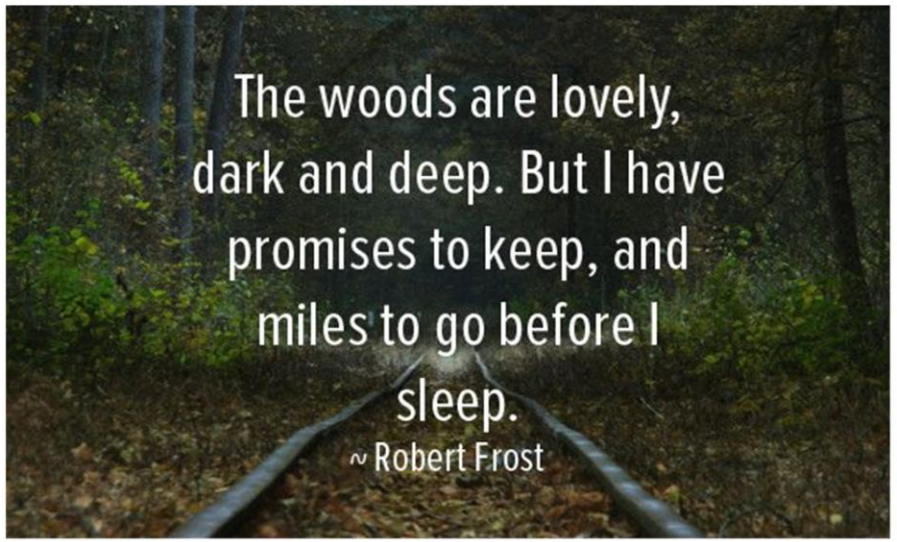

বনের ধারে, বরফ পড়া সাঁঝে

↓

'অন্য ক্ষেতের ফসল' কাব্য

থেকে নেয়া হয়েছে

অলিখিত উপাখ্যান
রিজিয়া রহমান

রিজিয়া রহমান (১৯৩৯-২০১৯) বাংলাদেশের একজন গল্পকার ও ঔপন্যাসিক। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য বইয়ের নাম 'ঘর ভাঙা ঘর', 'উত্তর পুরুষ', 'রক্তের অক্ষর', 'বং থেকে বাংলা' ইত্যাদি। নিচে লেখকের 'অলিখিত উপাখ্যান' উপন্যাসের খানিক অংশ দেওয়া হলো।

অলিখিত উপাখ্যান

রিজিয়া রহমান

রণ্য কেটে বসতি স্থাপন করছে মানুষ। সুন্দরবনের দীর্ঘ গাছের ডালপালার জটাজাল সূর্যকে বর্ম-ঢাকা নাদলের মতো প্রতিহত করে। আলো ঢুকতে পারে না স্যাঁতসেঁতে মাটির বুকে। হিন্তাল বনে ব্যাঘ্র পরিবার

গল্পটি ব্রিটিশ শাসনামলের। এ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র 'রহিমউল্লাহ'। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের এক অনালোচিত নাম। সুন্দরবনের মোরেলগঞ্জ নামক স্থানে অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে গড়ে তুলেছিলেন প্রতিরোধ। চাষিদের দিয়ে জোর করে জঙ্গল কেটে আবাদ করানোর প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিল তাঁর কণ্ঠস্বর। প্রাণ হারাতে হয় সাহসী এই বিপ্লবীকে।

জীবদ্দশায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেছিলেন রহিমউল্লাহ। মোরেলগঞ্জে মার্গারেট এবং তাঁর দুই ছেলে রবার্ট ও হেনরির চালিয়ে যাওয়া নির্যাতনের কথা লেখার অনুরোধ জানান। তবে বঙ্কিমচন্দ্র সে সময় ব্রিটিশরাজের অধীন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন বলে এ বিষয়ে কিছু লিখতে পারেননি। পরবর্তী সময়ে রহিমউল্লাহর মৃত্যু অনুতপ্ত করে বঙ্কিমকে।

সেই অন্তর্দহন থেকেই ঘটনাটি ডায়েরিতে তুলে ধরেন।

সেখানে উল্লেখিত তথ্যের ভিত্তিতে রিজিয়া রহমান লিখেছিলেন 'অলিখিত উপাখ্যান' নামের উপন্যাস।

সেলিনা হোসেন (জন্ম ১৯৪৭) বাংলাদেশের একজন গুরুত্বপূর্ণ কথাসাহিত্যিক। তাঁর উল্লেখযোগ্য বইয়ের মধ্যে আছে 'পোকামাকড়ের ঘরবসতি', 'যাপিত জীবন', 'যুদ্ধ', 'গায়ত্রী সন্ধ্যা', 'মানুষটি' ইত্যাদি। নিচের গল্পটি লেখকের 'আকাশপরি' উপন্যাসের অংশবিশেষ।

আকাশপরি

সেলিনা হোসেন

মেয়েটি মায়ের কপালে হাত রেখে আলতো স্বরে ডাকে, ওঠো। আর কত ঘুমুবে।

মা ভীষণ আদরের অনুভবে পাশ ফিরে শোয়। মেয়েটি আবার ডাকে। বলে, ওঠো ভোর হয়েছে। ভোরের আলো দেখবে না? তুমি না ভোরের আলো ভীষণ ভালোবাসো।

—হ্যাঁ, ভীষণ ভালোবাসি। আমি ভোরের আলো দেখব। রোজ ভোরেই তো দেখতে চাই। কিন্তু হয়ে ওঠে না।

আকাশপরি

সেলিনা হোসেন

আকাশপরি উপন্যাসের অংশবিশেষ

বনফুল (১৮৯৯-১৯৭৯) বাংলা সাহিত্যের একজন বিখ্যাত লেখক। তাঁর প্রকৃত নাম বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। তাঁর লেখা বইয়ের মধ্যে আছে 'তৃণখণ্ড', 'কিছুক্ষণ', 'দ্বৈরথ', 'নির্মোক', 'বিন্দুবিসর্গ' ইত্যাদি। নিচের গল্পটি বনফুলের অদৃশ্যলোক গল্পগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

নিমগাছ

বনফুল

নিমগাছ
বনফুল

এ গল্পে লেখক নিমগাছের প্রতীকের মাধ্যমে একজন গৃহকর্ম-নিপুণা বধূর জীবন বাস্তবতা তুলে ধরেছেন।

নিমগাছ যেমন মানুষের নানা কাজে আসে কিন্তু কেউ মূল্যায়ন করেনা তেমনি প্রত্যহিক জীবন সংসারের জালে আবদ্ধ বধূরও যথার্থ মূল্যায়ন হয় না।

আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩) একজন প্রাবন্ধিক ও কথাসাহিত্যিক। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'চৌচির', 'রাঙা প্রভাত', 'মাটির পৃথিবী', 'মানবতন্ত্র', 'একুশ মানে মাথা নত না করা', 'দুর্দিনের দিনলিপি' ইত্যাদি। নিচের প্রবন্ধটি লেখকের 'নির্বাচিত প্রবন্ধ' বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

সভ্যতার সংকট

আবুল ফজল

মানুষের একটা বড়ো পরিচয়, সে ভাবতে পারে। করতে পারে যে কোনো চিন্তা। যে চিন্তা ও ভাব মানুষকে সাহায্য করে মানুষ হতে। পশুপাখিকে পশুপাখি হতে ভাবতে হয় না—পারেও না ওরা ভাবতে বা চিন্তা করতে। সে বালাই ওদের নেই—যেটুকু পারে তার পরিধি অত্যন্ত সংকীর্ণ—বাঁচা ও প্রজননের মধ্যে তা সীমিত। সভ্য-অসভ্যের পার্থক্যও এ ধরনের। যারা যত বেশি চিন্তাশীল, সভ্যতার পথে তারাই তত বেশি অগ্রসর। আর চিন্তার ক্ষেত্রে যারা পেছনে পড়ে আছে, সভ্যতার পথে তারাই তত বেশি অনগ্রসর। আর চিন্তার ক্ষেত্রে যারা পেছনে পড়ে

সভ্যতার সংকট

আবুল ফজল

‘নির্বাচিত প্রবন্ধ’ বই থেকে নেয়া হয়েছে

স্বাধীনতার সংগ্রাম

মমতাজউদদীন আহমদ

চরিত্র

বর্গিওয়ালা	:	বয়স ৫৫
হুকমত খাঁ	:	বয়স ৩৫
দুখু মিঞা	:	বয়স ৩৫
বৃদ্ধ	:	বয়স ৬০
ফারুক	:	বয়স ২৬
গায়ক	:	বয়স ৩০
জহরুল	:	বয়স ২৮
ঝকড়ু	:	বয়স ৩৫

স্বাধীনতার সংগ্রাম

মমতাজউদ্দীন আহমদ

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক